গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১৩ - ১৯ জুন ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রোপণ্যকে সরকার কর আদায়ের কামধেনু বানিয়েছে

আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ জুন 'মূল্যবৃদ্ধির অর্থ ও নীতি' এই শিরোনামে দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সপক্ষে নির্লজ্জ সওয়াল করেছে, যার পিছনে অর্থও নেই, নীতিও নেই। তাদের মূল কথা হল — 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যে ভাবে বাড়িতেছে, তাহার চাপ ব্যবহারকারীদের উপর দেওয়া ভিন্ন কোনও অর্থনৈতিক সমাধান হইতে পারে না। ... বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তটিও অর্থনৈতিক নহে রাজনৈতিক। অতি বিলম্বে স্বল্প মূল্যবৃদ্ধি তাহার প্রমাণ।' পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্য সরকার যে বিক্রয়কর কমিয়ে তেলের দাম নামমাত্র কমিয়েছে তাতে তাদের সন্দেহ, 'তাঁহাদের সিদ্ধান্তটি অর্থনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত নহে, ... রাজ্যের রাজকোষে এই সিদ্ধান্তের কী প্রভাব পড়িবে তা পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ।' আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেই কোন একটি দেশে তেলের দাম বাড়াতে হবে, এমন কথা যে এমনকী অর্থনৈতিক যুক্তিতেও খাটে না, যারা জেগে ঘুমোয় তাদের তা বোঝানো হয়ত সম্ভব নয়। কারণ তারাও জানে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোপণ্যের দাম ভারতের থেকে কম। অথচ, সে দেশে তেলের দাম বাজার দর অনুযায়ী সর্বদাই বাড়ে কমে। সরকার ভরতুকি দেয় না, বরং ১৭ শতাংশ ট্যাক্স নেয়। তেলের দামও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ খোলা বাজারের নিয়মেই সেখানে পেট্রোপণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সেই আমেরিকাতেও তেলের দাম অনেক কম। এমনকী যে চীনে পেট্রোপণ্যের চাহিদা লাফ দিয়ে বাড়ছে সেখানেও পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১ ডলারেরও কম। কাজেই রাজনীতি বা সংবাদপত্রের ভাষায় 'জনতার মন রাখার নীতি' বাদ দিলেও নিছক অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ীও এদেশে তেলের দাম বাড়ানোর যুক্তি নেই। পশ্চিমবঙ্গ সহ কোন কোন রাজ্য রাজ্যের কর কমিয়ে তেলের দাম যে কম বাড়িয়েছে, তাও 'জনমনোরঞ্জনী' পদক্ষেপ নয়। যে প্রশ্নটা কোনও সংবাদমাধ্যম তুলছে না, তা হল, পাশ্চাত্য দেশে, চীনে, জাপানে তেলের ব্যবহার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তেলের দাম ভারতের চেয়ে কম হয় কী করে? আমাদের দেশেই বা তেলের দাম এত বেশি কেন?

বিশ্ববাজারে তেলের দাম কত?

অতি সম্প্রতি, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়ার পর ২.০৬.০৮ তারিখে মার্কিন দেশে পেট্রোলের গড় দাম ছিল প্রতি মার্কিন গ্যালন (৩.৭৮ লিটার) ৩.৮৮ ডলার। চার দিন পরে ৬.০৬.০৮ সেই দাম বেড়ে হয়েছে ৩.৯৭ ডলার। অর্থাৎ ৬ জুনের বিনিময়মূল্য (১ ডলার = ৪২.৫ টাকা) অনুযায়ী ভারতীয় টাকার অঙ্কে বড়জোর ৪৩ টাকা লিটার। আমেরিকায় পেট্রোলের দামের মধ্যে মার্কিন সরকারের কর ধরা আছে। ভারতে নানা সংবাদপত্র এবার হিসাব কষে দেখিয়েছে, ভারতে যদি পেট্রোলের উপর বসানো সরকারি কর না থাকত, তাহলে পেট্রোলের দাম হয় লিটার প্রতি ২৭.৯৬ টাকা, ডিজেলের দাম হয় ২৬.৯৫ টাকা (দ্রঃ দ্য টেলিগ্রাফ ৫.০৬.০৮)। আমেরিকায় তেলের উপর কর ১৭ শতাংশ, ভারতের চেয়ে অনেক কম। কেউ বলতে পারেন, আরও নানা সূত্র থেকে মার্কিন সরকারের আয় আছে, তাই তেলের ওপর কর কম নিলে ওদের হয়ত চলতে পারে, কিন্তু ভারত সরকারের তা চলবে না। তাহলে তিনটি অনুন্নত দেশের নজির দেখা যাক। শ্রীলঙ্কায় তেলের ওপর কর ৩৭ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২৪ শতাংশ এবং প্রতিবেশী পাকিস্তানে ৩০ শতাংশ। অথচ, ভারতে কেন্দ্র রাজ্য মিলে কত কর বসিয়ে রেখেছে? এর সঠিক হিসাব সরকার পরিষ্কার করে দেয় না। কেন্দ্রের আমদানি শুল্ক আছে, এক্সাইজ আছে, সেস আছে, রাজ্যের বিক্রয় কর আছে, রোড সেস আছে। সাধারণভাবে সকলেই একমত যে, পেট্রোলের ওপর কেন্দ্র ও রাজ্যের

পাঁচের পাতায় দেখুন

৬ জুন পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের দিন হাজরায় এস ইউ সি আই-এর মিছিল

৪ জুন পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এসপ্ল্যানেডে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির 'প্রতিবাদ' করেই ভাড়াবৃদ্ধির ঘোষণা

সিপিএমের দ্বিচারিতার নয়া নজির

কেন্দ্রের সরকার পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে না করতেই এ রাজ্যে বাসের ভাড়া বাড়বে বলে রাজ্য পরিবহনমন্ত্রীর ঘোষণা সিপিএমের দ্বিচারিতাকেই প্রকট করল। ৪ জুন কেন্দ্রের সরকার পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধি ঘোষণা করে। প্রায় একইসঙ্গে সিপিএম প্রতিবাদে এ রাজ্যে পরের দিন, অর্থাৎ ৫জুন ১২ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যখন সিপিএমের সমর্থনের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন সিপিএম নেতারা বিলক্ষণ জানতেন যে, কেন্দ্রের সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করতে যাচ্ছে। সিপিএম যদি সমর্থন তুলে নেওয়ার কথা বলত, তাহলে কংগ্রেস সরকারের সাধ্য ছিল না মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। সেটা না করে ও সব জেনে, ধর্মঘট ডাকাটা পুরোপুরি দ্বিচারিতা। এরপর ৬ জুন যখন বিরোধী দলগুলির ডাকা ধর্মঘট রাজ্যে পালিত হচ্ছে, তখনই রাজ্য পরিবহনমন্ত্রীর ভাড়াবৃদ্ধির ঘোষণা দেখিয়ে দিল, দ্বিচারিতাই সিপিএমের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে তাঁরা জনগণের ওপর আক্রমণ বলে অভিহিত করে প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকেন, পরদিন তাঁরাই সেই সিদ্ধান্তকে অজুহাত করে জনগণের ওপর ভাড়াবৃদ্ধির আরও একটা আক্রমণ চালান কোন্ সুনীতির যুক্তিতে? তাছাড়া, পেট্রোল-ডিজেলের দাম তো সকল রাজ্যেই বেড়েছে। কই, অন্য কোনও রাজ্য সরকার তো তৎক্ষণাৎ পরিবহনের ভাড়া বাড়াতে হবে বলে জনগণের পকেট কাটতে নেমে পড়েনি! আসলে, এক্ষেত্রেও সিপিএম সরকার মালিকশ্রেণীর কাছে প্রমাণ করতে চায় যে, জনগণের ঘাড়ে কোপ মারতে তারা কংগ্রেস-বিজেপি-র চেয়েও দক্ষ ও তৎপর। এই হল এদের নীতিগত দ্বিচারিতার দিক।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে বাসের ভাড়া বাড়াতেই হবে — এ কথার পিছনে আর্থিক যুক্তিই বা কী? তাছাড়া এবার ডিজেলের দাম যা বেড়েছে তাতে একটি বাস দৈনিক যত যাত্রী বহন করে ও দৈনিক তার যত ডিজেল লাগে, এই দুইয়ের গুণ-ভাগ করলে যাত্রীপিছু খরচের বৃদ্ধি ৫০ পয়সার পরিবর্তে অনেক কম হয়। তা হলে এই হারে ভাড়া বাড়বে কেন? তাছাড়া ভাড়া আদৌ বাড়ানোর দরকার আছে কি না, বাড়ানো হলে তা ৫০ পয়সা না ৫ টাকা বাড়ানো হবে, এসব নির্ধারণ করবে কে? আমরা কি রাজতন্ত্রে বাস করছি যে, রাজার মতো মন্ত্রীমহাশয় যেমনটি স্থির করবেন, সেটাই শেষ কথা। এটা যদি গণতান্ত্রিক শাসন হয় এবং ভাড়া যখন জনগণ দেবে, মন্ত্রীমশাই নন, তখন ভাড়াবৃদ্ধির বিষয়ে জনমত যাচাই করা সরকারের অবশ্য দায়িত্ব। মন্ত্রী হয়ে জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাবার জন্য জনগণ তাঁদের ভোট দেয়নি। মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা ভোট নিয়েছেন। ভাড়ার কাঠামো, স্টেজের দূরত্ব, বাসের ব্যয়, সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা প্রভৃতি সব কিছু বিচার করে দেখার এই আবশ্যকতা থেকেই আমরা বারবার যাত্রী কমিটি, সাংবাদিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছি — যে কমিশন সরকারি-বেসরকারি বাসের আয়-ব্যয় খতিয়ে দেখবে, যাত্রীসাধারণের মতামত শুনবে। পরিবহন যাত্রী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদানন্দ বাগলও এক বিবৃতিতে এই দাবি তুলেছেন। অথচ, সরকার প্রতিবারই বেসরকারি বাস মালিকদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে, কখনও তাদের সাথে দ্বন্দ্ব-

আটের পাতায় দেখুন

এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনে ভর্তি-ফি কমল

বিশ্বায়নের নীতি মেনে কংগ্রেস ও বিজেপি-র মতো এ রাজ্যের সিপিএম সরকারও শিক্ষাকে একটি পণ্যে পরিণত করেছে। তার ফলে কলেজে ভর্তির ফর্মের দাম অত্যধিক বাড়ছে, বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির ফি প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। শুধু কলেজেই নয়, স্কুলেও ভর্তির সময় ইচ্ছামত ডোনেশন আদায় করা হচ্ছে। এইভাবে সিপিএম সরকার গরিব ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষেত্রে তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীর তুলনায় আসন সংখ্যা সীমিত। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল ভর্তি সমস্যা। এই দ্বিবিধ সমস্যার আশু সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও।

মেদিনীপুর

২৭ এপ্রিল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এবং সমস্ত কলেজে অধ্যক্ষের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন কলেজে ফর্মের দাম ও ভর্তি ফি কমেছে।

পাঁশকুড়া কলেজ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া কলেজে গত ৩১ মে সর্বদলীয় বৈঠকে এ আই ডি এস ও-র প্রবল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ফর্মের দাম ৬০ টাকা এবং অন্যান্য ফি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। ছাত্রস্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২ জুন এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ফর্ম তুলতে আসা ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক কাউন্টার অবরোধ করেন। সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ফর্মের দাম ও ভর্তি ফি কমাতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের চাপে ফি নিম্নরূপে পরিবর্তিত হয়।

বিষয়	বর্ধিত ফি টাকা	পরিবর্তিত ফি টাকা
ফর্ম	৬০	৩০
পদার্থবিদ্যা (অনার্স)	২৬৪৭	১৯২২
রসায়ন (অনার্স)	৩৬৪৭	২৪২২
ভূগোল (অনার্স)	৫৮৯৯	৪১৭৪
বিএসসি (পাস)	২৫০৯	১২৮৪
ভূগোল (পাস)	৩১১৬	১৭৯১

আন্দোলনের জয়ের কৃতিত্ব ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপর অর্পণ করে ছাত্রনেতা কমরেড দীপঙ্কর মাইতি বলেন, যাঁরা বলেন আন্দোলন করে কিছু হয় না, তাঁদের ধারণা ভুল। বাস্তবে আন্দোলনের চাপ না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের উপর ফি-র বোঝা আরও বাড়বে।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় ঃ এই কলেজে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এস এফ আই কলেজ অফিসের বেশ কিছু কাজ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ফর্ম দেওয়া, আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া প্রভৃতি করত এবং এর মাধ্যমে তারা ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করত। অফিসের কাজ অফিস করবে, ছাত্র ইউনিয়ন নয় — এই দাবিতে ৩১ মে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠা ছাত্র সংহতি মঞ্চ কলেজ অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে এও দাবি করা হয়, ফর্মের দাম বৃদ্ধি করা চলবে না এবং একই ফর্মে পছন্দ মতো তিনটি বিষয়ে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ ফর্মের দাম ৩৫ টাকা থেকে ২৫ টাকা করতে বাধ্য হয় এবং একই ছাত্রের নতুন বিষয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য ৫ টাকায় ফর্ম দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

কলেজে কলেজে এস এফ আই-এর হামলা

মেদিনীপুর

মুগবেড়িয়া কলেজ ঃ মুগবেড়িয়া কলেজে ফর্মের দাম বৃদ্ধি এবং ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের নিকট ডেপুটেশন দিতে গেলে এ আই ডি এস ও কর্মীদের উপর এস এফ আই হামলা চালায়। সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ সৌমেন প্রধান ও সত্যবান মাইতিকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ফর্ম নিতে আসা অভিভাবকরা এস এফ আইয়ের এই ঘৃণ্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। একইভাবে দাঁতন কলেজে এ আই ডি এস ও কর্মী কমরেড নিমাই মাইতিকে এস এফ আই আক্রমণ করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রায়দিঘি কলেজ ঃ রায়দিঘি কলেজে ৪ জুন এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রায়দিঘি কলেজ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ছাত্রদের উপর আক্রমণ করে এস এফ আই। কলেজে ভর্তির ফর্ম ৫০ টাকা করার প্রতিবাদে ২ জুন অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের চাপে অধ্যক্ষ ফর্মের দাম কমিয়ে ৩০ টাকা করতে বাধ্য হন। এই জয়ের খবর ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পোস্টারিং করার সময় ফি বৃদ্ধির পক্ষে সওয়ালকারী ছাত্র সংসদে থাকা এস এফ আই বহিরাগত গুণ্ডাদের দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সভাপতি কিংশুক হালদার ও সদস্য জয়দেব বিক্রম সহ সাধারণ ছাত্রদের ব্যাপক মারধর করে। ৭ জন ছাত্র গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে ও ডেপুটেশন দেয়।

করঞ্জলী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ঃ কুলপি থানার অন্তর্গত করঞ্জলী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি ফি ৪৫০ টাকা করায় ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রঞ্জিত সিংহ ছাত্র-অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। অসংখ্য ছাত্র-অভিভাবকদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছাত্র-অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর প্রধান শিক্ষক ভর্তি ফি ২০০ টাকা কম নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ বারাসত কলেজ ঃ দক্ষিণ বারাসত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ কর্তৃপক্ষ এস এফ আই-এর সহায়তায় ভর্তি-ফর্মের দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করে দেয়। ফর্মের দাম ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ২ জুন কাউন্টার অবরোধ ও অধ্যক্ষ ঘেরাও করা হয়। রাত ৯টা পর্যন্ত ঘেরাও হয়ে থাকার পরও অধ্যক্ষ ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হননি। ঐদিন ঘেরাও তুলে নিয়ে পরের দিন কাউন্টার অবরোধ করে ফর্ম দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। বহুদূর থেকে আসা অসংখ্য ছাত্র অভিভাবক ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসার অনুরোধ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি আলোচনায় বসেননি। এস এফ আই বর্ধিত ফি-তে ফর্ম দেওয়ার জন্য ওকালতি করতে থাকে এবং ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন ভাঙতে ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এতদ্‌সত্ত্বেও ছাত্র আন্দোলন চলছে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এস এফ আই-এর ফি বৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতিকে ধিক্কার জানান।

হাওড়া

৭ জুন হাওড়ার আন্দুলে প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজে ডিগ্রি প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করার সময় এস এফ আই পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একদল এস এফ আই কর্মী এ আই ডি এস ও জেলা সম্পাদক কমরেড নির্মল সামন্তকে মাটিতে ফেলে লাথি, ঘুষি চালিয়ে ব্যাপকভাবে মারধর করে। মাথা ও হাত থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীরা এই আক্রমণ থেকে কমরেড নির্মল সামন্তকে রক্ষা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৯ জুন এ আই ডি এস ও জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। জেলার বিভিন্ন কলেজে ব্যাপক পোস্টারিং এবং আন্দুল বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করা হয়। সভায় এস এফ আই-এর পেশিশক্তির শয়তানি রাজনীতির তীব্র নিন্দা করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

৬ষ্ঠ বেতন কমিশন

দেশজুড়ে আন্দোলনে সরকারি কর্মচারীরা

১ মে থেকে প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফ্যাক্স যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কাছে, গণস্মারকলিপি পাঠাচ্ছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। স্মারকলিপি পাঠানো হচ্ছে ডাকযোগেও। গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হচ্ছে — (১) ষড়যন্ত্রমূলক 'ইনসেনটিভ স্কিম' বাতিল করতে হবে, (২) সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে ব্যবধান কমাতে হবে, (৩) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ তুলে দেওয়া চলবে না, (৪) বোনাসের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না, (৫) গেজেটেড ছুটির (সরকার নির্ধারিত) সংখ্যা কমানো চলবে না, (৬) বেসরকারীকরণ, ঠিকাদারীকরণ এবং ডাউন সাইজিং সংক্রান্ত সুপারিশ বাতিল করতে হবে।

গত ২৪ মার্চ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই উচ্চপদস্থ আমলা এবং সেনা অফিসারদের স্বার্থবাহী এবং কর্মচারী ও কর্মসংস্থান বিরোধী এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের (জেপিএ) ডাকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ৭ এপ্রিল দিল্লিতে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে শত শত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছিলেন; কলকাতায় পোড়ানো হয়েছিল রিপোর্টের কপি। সেই দিন থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সরকারি কর্মীদের সভা, প্রতিবাদী সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল। পিছিয়ে নেই আন্দামান-নিকোবরের সরকারি কর্মচারীরাও।

১৬ মে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যৌথ প্রতিবাদী সমাবেশ। উদ্যোক্তা ছত্তিশগড় স্বাস্থ্য কর্মচারী সংঘের নেতা ও পি শর্মা এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী নেতা এইচ এন মুখার্জী। সভায় যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সবকটি সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা। ১৯ মে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে ডাঃ এস এন সিং-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের এক যৌথ সভায় ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিপজ্জনক সুপারিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সমবেত কর্মচারীরা। ২১ মে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বিদর্ভ সাহিত্য সম্মেলনের হিন্দি ভবনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নেতা মুকুন্দ পালেটকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সমবেত কর্মচারীরা জেপিএ পরিচালিত আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করার পক্ষে সোচ্চার হন। ঐ সমাবেশে নার্সিং কর্মচারীদের নেত্রী প্রভাভজনও বক্তব্য রাখেন। ২৩ মে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা কর্মচারী ইউনিয়নের দপ্তরে অনুষ্ঠিত জেপিএ কর্মী ও সংগঠকদের সভায় আগামী ২৬ জুন এক কনভেনশন আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৮ মে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে পি ডব্লিউ ডি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে মেডিক্যাল কলেজ কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সতীশ চন্দ্র ত্যাগীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সবকটি কর্মচারী সংগঠনের কর্মীদের সভায় উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

১ জুন হরিয়ানার রোহতকে ছোটুরাম ধর্মশালায় সংযুক্ত কর্মচারী মঞ্চের আহ্বানে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগঠনের জেলা স্তরের সংগঠকদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২২ জুন থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রতিটি জেলায় কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভায় বেণীরাম আগরওয়াল, এস কে পরাশর প্রমুখ কর্মচারী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২ জুন বিকালে হিমাচল প্রদেশের সোলন জেলার কাসুলিতে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআরআই কর্মচারীদের প্রবীণ নেতা করণ দাস; বক্তব্য রাখেন মোহনলাল এবং অন্যান্য কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। দেশের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত এই সভা কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ৪ জুন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় বিধায়ক ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন হিমাচল প্রদেশ স্বাস্থ্য কর্মচারী মহাসংঘ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নেতা ও কর্মীরা। সভা পরিচালনা করেন স্বাস্থ্য কর্মচারী আন্দোলনের নেতা গোপালকৃষ্ণ শর্মা। সভায় জেপিএ পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই পর্যায়ে সর্বশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ জুন দিল্লির আকাশবাণী ভবনে। সভা পরিচালনা করেন জেপিএ-র ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা দীপক ঢোলাকিয়া। আকাশবাণী ও দূরদর্শন কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা সর্বসম্মতিক্রমে জেপিএ-র অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন ইউনিট গঠন করেন। এই ইউনিটের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন দীপক ঢোলাকিয়া।

সবগুলি সভাতেই প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা। তিনি ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিভিন্ন বিপজ্জনক ও প্রতারণামূলক সুপারিশগুলি আলোচনা করে বলেন, পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট, যা ছিল সরকারি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নীতি রূপায়ণের নীল নক্‌শা, তার ধারাবাহিকতাতেই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের এই প্রতারণামূলক এবং শয়তানিপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, এই রিপোর্টের আওতায় পরোক্ষভাবে পড়েন প্রতিটি রাজ্য সরকারি কর্মচারী। তাই প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। দেশের সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের স্মরণীয় ঐতিহ্যবাহী দিন ঐতিহাসিক ২৯ জুলাই দেশব্যাপী বৃহত্তর সংগ্রামে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও আধা-সরকারি কর্মচারীরা সামিল হবেন বলে তিনি জানান।

সিপিএমের লাগাতার সন্ত্রাসের শিকার মৈপীঠের জনগণ

রাজ্যের জনগণের প্রতি মৈপীঠ নাগরিক কমিটির আবেদন

(মৈপীঠ নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে গত ৪ জুন কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। নাগরিক কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সুধাংশু জানা ও শক্তি জানা। নাগরিক কমিটির আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং এস ইউ সি আই নেতা দেবপ্রসাদ সরকার ও কুলতলির বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার। সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে ১২ জুন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিধানসভার পরিষদীয় দলের মৈপীঠের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার ও ১৯-২০ জুন ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে নাগরিক কমিটির অবস্থান বিক্ষোভের কথা ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন ও অত্যাচারের যে তথ্য পেশ করা হয়, আমরা সেটি এখানে প্রকাশ করছি।)

নিজেদের ভিটেমাটি রক্ষার জন্য সিপিএম ও তার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার 'অপরাধে' নন্দীগ্রামের চাষী-মজুর-জনগণের উপর মাসের পর মাস পুলিশের সহায়তায় সিপিএম কী ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছে, তা আজ এ রাজ্যের সকলেই জানেন। কিন্তু একইভাবে শুধু সিপিএমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোয়, সিপিএমের লুঠ-আক্রমণ থেকে গরিব চাষীর ধান রক্ষা করতে চাওয়ায়, পঞ্চায়েতে সিপিএমের চুরি-দুর্নীতির প্রতিবাদে সরব হওয়ায় এবং নির্বাচনে সিপিএমকে ভোট না দেওয়ায়— এককথায় সিপিএমের বশ্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করার 'অপরাধে' মৈপীঠের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষ পুলিশ-প্রশাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে কীভাবে ১৯ বছর ধরে সিপিএমের ধারাবাহিক অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছেন, তা বোধহয় আমরা মৈপীঠের মানুষ ছাড়া বাইরের জগৎ তেমনভাবে জানে না। আমরা আশা করেছিলাম, দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষকে নিয়ে গঠিত মৈপীঠ নাগরিক কমিটি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই সিপিএমকে পরাস্ত করে মৈপীঠকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করার দিকে পদক্ষেপ করতে পারবে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় সিপিএমের সংগঠিত সন্ত্রাস আমাদের সেই প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাই আমরা নিরুপায় হয়ে আজ মৈপীঠের অত্যাচারিত জনগণের কথা রাজ্যের মানুষকে জানাবার জন্যে কলকাতায় এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

কুলতলি বিধানসভার অধীন মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের পূর্বদিকে রয়েছে অলিয়া নদী, তার পাশেই সুন্দরবনের সংরক্ষিত অরণ্য, পশ্চিমে ঠাকুরানী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মোহনা, উত্তরে গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী অঞ্চল। এখানে

সিপিএমের বশ্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করার 'অপরাধে' মৈপীঠের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষ পুলিশ-প্রশাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে কীভাবে ১৯ বছর ধরে সিপিএমের ধারাবাহিক অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছেন, তা বোধহয় আমরা মৈপীঠের মানুষ ছাড়া বাইরের জগৎ তেমনভাবে জানে না।

সিপিএমের ব্যাপক ও পরিকল্পিত সন্ত্রাস শুরু হয় ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। বিশেষ করে ১৯৮৯ সালে পুলিশের সহায়তায় সিপিএমের হার্মাদবাহিনী বিরোধীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। বিরোধী দলের কর্মীদের গুমখুন করা হয়, সাতজনকে খুন করে বালিতে পুতে দেওয়া হয়, অসংখ্য ঘর-বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় ও লুঠপাট করা হয়। এভাবেই মৈপীঠের দখল নেয় সিপিএম। তদানীন্তন পঞ্চায়েত সদস্যদের বন্দুকের মুখে পদত্যাগ করিয়ে পঞ্চায়েত কবজা করে। এর পর শুরু হয় মৈপীঠকে বিরোধীশূন্য করার অভিযান। দিনে-রাতে খুন করার হুমকি শুধু নয়, সিপিএমের মিছিলে যোগ না দিলে আর্থিক জরিমানা, ঘর লুঠ করা, মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেওয়া, ধানের গোলা লুঠ করা, এমনকী রাতে বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের ঘরে ঘরে ঢুকে স্বামীকে মেরে বার করে দিয়ে অথবা স্বামীর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণ করা ইত্যাদি সমস্ত রকম নারকীয় কাজকর্ম তারা অবাধে চালিয়ে যায়। পুলিশ-প্রশাসন নীরব দর্শক হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের ভয়াবহতায় বেশ কয়েকজন মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারায়।

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে (বাঁদিক থেকে) সুধাংশু জানা, জয়কৃষ্ণ হালদার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সরকার ও ডাঃ নীলরতন নাইয়া

এরপর গত ১৯ বছরে মৈপীঠে, পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা-বিধানসভা সব ভোটই প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ভোটেই হার্মাদরা বুথের ভিতরে দাঁড়িয়ে চটের আড়াল সরিয়ে ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করেছে এবং পঞ্চায়েতকে তারা নিজেদের জমিদারিতে পরিণত করে অবাধ লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে।

এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র শাসকদলের এই ভয়াবহ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। এই প্রয়োজন থেকেই গড়ে ওঠে নাগরিক কমিটি। শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলির সমর্থক মানুষরাই এতে যোগ দেন— তা নয়। সিপিএমের সমর্থক, যাঁরা এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি, তাঁরাও নাগরিক কমিটিতে সামিল হন। এরপর কমিটির নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন— পঞ্চায়েত ঘেরাও, মিটিং-মিছিল-সমাবেশ।

লাগামহীন সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণজাগরণে আতঙ্কিত হয়ে সিপিএম এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারপর্বের একেবারে শেষদিকে পুনরায় নন্দীগ্রামের কায়দায় ভাড়াটে ক্রিমিনাল ও পুলিশের যৌথ যোগসাজসের মধ্য দিয়ে সংগঠিত সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম সভাপতি সুকুমার সরদারের ছেলে তরুণ সরদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনী ৬ মে বিনোদপুরে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর হামলা করে, আক্রান্ত মানুষ হাতেনাতে ৯ জন দুষ্কৃতীকে সশস্ত্র অবস্থায় ধরে ফেলে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অথচ পুলিশ, ধৃতদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় জনরোষ তীব্রতর হয়। ১২ মে নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে প্রায় ৪ হাজার মানুষের মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। আতঙ্কিত সিপিএম সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির ছুতো খোঁজে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় সিপিএম দুষ্কৃতীরা একজন সাধারণ মানুষকে মারধর করে নাগরিক কমিটির নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। একেই অজুহাত করে এরপর তারা বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে, গুলিবিদ্ধ হয় কয়েকজন। ১৩ মে বন্দুকধারী ক্রিমিনালরা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মৃত্যুঞ্জয় নাইয়ার বাড়ি ঘিরে ফেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সমিতির পূর্বতন সহসভাপতি এস ইউ সি আই-এর শক্তি জানাকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে আসে, রড দিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলে নাগরিক কমিটির ৯ জনকে ওরা গুলিবিদ্ধ করে। আরও অনেকে আহত হয়। গুরুতর আহতদের হাস-পাতালে নিয়ে যেতেও সিপিএম বাধা দেয়, রাস্তা আটকে রাখে, যা কোনও সভ্য শাসনে অকল্পনীয়।

১৩ মে ভোটের আগের দিন মানুষকে সন্ত্রস্ত করতে সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনী সারা রাত বোমাবাজি করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্দুক দেখিয়ে পরদিন ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করে দেয়। ভোটের দিন প্রায় সমস্ত বুথে চট খুলে ছাপ্পা ভোট দেওয়া শুরু করে। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো নাগরিক কমিটির এক সমর্থক নিতাই হালদার (৬৫) সিপিএমকে ভোট না দেওয়ায় তাঁকে ব্যাপক মারধর করে। রায়দিঘি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। পুলিশ-প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চায়েত ভোটের পরে এখনও পর্যন্ত অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। ঘরবাড়ি-দোকানপাট লুঠ, জরিমানা আদায়, কাজ বন্ধ, দোকান বন্ধ করে চলেছে। এই নারকীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে শত শত মানুষ প্রাণের ভয়ে ঘরছাড়া হয়েছে, বহু গ্রাম পুরুষশূন্য। এই সমস্ত পরিবারের চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ সিপিএম বন্ধ করে দিয়েছে। খাদ্যের অভাবে মানুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর নির্দেশে পুলিশ-প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। নির্বাচন উপলক্ষে যে পুলিশ ক্যাম্পগুলি ছিল, তাও তুলে নিয়ে সমস্ত মৈপীঠ অঞ্চলে সিপিএম হার্মাদবাহিনীর অবাধ শাসন কায়েম করা হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তো দূরের কথা, জীবনের নিরাপত্তাও আজ বিপন্ন।

এমতাবস্থায় আমরা মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুরে অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো, ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং সিপিএম দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনমত মৈপীঠের অত্যাচারিত জনগণের পাশে দাঁড়াবেন এবং সমস্ত সহায়তা দিয়ে আমাদের বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করবেন। তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আই আমাদের এই আন্দোলনকে যেভাবে সমর্থন ও সাহায্য করছে তার জন্য তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং এস ইউ সি আই নেতা দেবপ্রসাদ সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয় নাইয়া
সভাপতি

সুধাংশু জানা
সম্পাদক

চারের পাতায় দেখুন

মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সি পি এম হার্মাদবাহিনীর অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত

১। আর্থিক জরিমানা সহ মারধর ও কাজ বন্ধ — ৫৮ জন।
২। ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও পুকুর লুঠ — ১৬ জন।
৩। ১৩ মে গুরুতর জখম ও গুলিবিদ্ধ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হন — ১৩ জন।
৪। সি পি এম হার্মাদদের নারকীয় অত্যাচারে ঘরছাড়া — ১০৮ জন।
৫। সি পি এম হার্মাদরা যাদের দোকান, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেছে — ২৫ জন।

(অত্যাচারের বীভৎসতার বিবরণ সহ বিস্তারিত নামের তালিকা পৃষ্ঠা ৪, ৬ এবং ৮-এ দেওয়া হল)

সিপিএমের লাগাতার সন্ত্রাসের শিকার মৈপীঠের জনগণ

অত্যাচারের খতিয়ান

মারধর, আর্থিক জরিমানা ও কাজ বন্ধ করা হয়েছে এরূপ ব্যক্তিদের নামের তালিকা

নাম	মৌজা	মারধর	কাজ বন্ধ	জরিমানা
১। বুদ্ধদেব মাইতি	অম্বিকানগর	,,	,,	২৫০০০
২। প্রশান্ত পট্টনায়েক	,,	,,	,,	২৫০০০
৩। সুনীল আদক	,,	,,	,,	২৫০০০
৪। সৃষ্টিধর মান্না	,,	,,	,,	৫০০০০
৫। তারাপদ বারিক	,,	,,	,,	২৫০০০
৬। মহাদেব মণ্ডল	দঃ বৈকুণ্ঠপুর			২০০০০
৭। মহাদেব পুরকাইত	,,		,,	১০০০০
৮। গঙ্গাধর ভূঁঞ্যা	,,			১০০০০
৯। শম্ভু দাস	,,		,,	৫০০০০
১০। হরিপদ মণ্ডল	উত্তর বৈকুণ্ঠপুর		,,	৫০০০০
১১। পরিমল পাঁজা	,,			৫০০০০
১২। নিমাই দাস	,,			৫০০০০
১৩। অরবিন্দ প্রধান	,,	,,	,,	১০০০০
১৪। ভোলা প্রধান	,,	,,	,,	১০০০০
১৫। বলরাম মণ্ডল	নগেনাবাদ	,,	--	--
১৬। সুখময় হালদার	,,	,,		
১৭। হরিপদ গিরি	,,	,,		
১৮। আরতি হালদার	,,	,,		
১৯। কাকলি মণ্ডল	,	,,		
২০। সাহেব সেখ	নগেনাবাদ	,,		
২১। চৈতন্য দাস	ভুবনেশ্বরীচর	কান কেটে নিয়েছে		
২২। রবি পুরকাইত	,,	মারধর		
২৩। রাখাল গায়েন	বিনোদপুর	,,		
২৪। সুদাম দাস	অম্বিকানগর	,,		
২৫। হারাধন সাউ	উত্তর বৈকুণ্ঠপুর	,,		
২৬। বাদল সাউ	উত্তর বৈকুণ্ঠপুর	,,		
২৭। প্রেমানন্দ সাউ	,,	,,		
২৮। নন্দদুলাল সাউ	,,	,,		
২৯। বিষ্ণুপদ শী	,,	,,	কাজ বন্ধ	
৩০। অমর শী	উত্তর বৈকুণ্ঠপুর	,,	,,	
৩১। সাগর হালদার	,,	,,	,,	
৩২। সুকদেব ভূঁঞ্যা	অম্বিকানগর	,,	,,	
৩৩। সুনীতি মাইতি	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	মারধর	কাজ বন্ধ	
৩৪। রমজান লস্কর	নগেনাবাদ	,,		
৩৫। উত্তম প্রামানিক	দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর	,,	,,	
৩৬। কমল দাস	,,	,,	,,	২৫০০০
৩৭। জগন্নাথ দাস	,,	,,	,,	২৫০০০
৩৮। স্বপন দাস	,,	,,	,,	
৩৯। গৌর দাস	,,	--	কাজ বন্ধ	
৪০। বুলু মণ্ডল	,,		,,	
৪১। তপন মণ্ডল	,,		,,	
৪২। শান্তনু মণ্ডল	,,		,,	
৪৩। পঞ্চানন জানা	,,		,,	
৪৪। দিলীপ গিরি	,,		,,	
৪৫। কেশব মণ্ডল	,,		,,	
৪৬। মদন মণ্ডল	,,		,,	
৪৭। নিতাই ঘটক	,,		,,	
৪৮। পরেশ মণ্ডল	,,		,,	
৪৯। কিশোরী মণ্ডল	,,		,,	
৫০। লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল	,,		,,	
৫১। শক্তি ঝকড়	,,		,,	
৫২। ভীম নায়েক	,,		,,	
৫৩। অর্জুন নায়েক	,,		,,	
৫৪। লক্ষ্মণ দাস	,,		,,	
৫৫। শত্রুঘ্ন দাস	,,		,,	
৫৬। নগেন নায়েক	,,		,,	
৫৭। ভরত দাস	,,		,,	
৫৮। সুধাংশু শেখর দাস	কিশোরী মোহনপুর		,,	৫০০০০

পঞ্চায়েত ভোটে যাঁদের ঘরবাড়ি, পুকুর লুঠ ও দোকানপাট বন্ধ করা হয়েছে তাঁদের নামের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ

১। সুবোধ জানা	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	দোকান লুটপাট সহ বাড়ি লুঠ করে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। তারিখ- ১৩/০৫/০৮
২। যাদব মণ্ডল	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	ঘরবাড়ি ভাঙা সহ ধান, চাল, আসবাবপত্র, গহনাগাটি, পাম্পসেট লুঠপাট। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। তারিখ -১৩/০৫/০৮
৩। বাসুদেব মণ্ডল	,,	সাইকেল গ্যারেজ লুঠপাট, ক্ষতির পারিমাণ ৫০ হাজার টাকা। তারিখ -১৩/০৫/০৮
৪। মদন মাইতি	কিশোরীমোহন পুর	ঘরবাড়ি ভাঙচুর, ধান-চাল, কড়াই, আসবাবপত্র গহনা, নগদ টাকা ইত্যাদি মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। তারিখ - ১৩/০৫/০৮
৫। ডাঃ শঙ্কর সামন্ত	কিশোরীমোহনপুর	চেম্বারের সাটার ভেঙে ঔষধ পত্র, গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারি বই, সার্টিফিকেট, বীমার কাগজপত্র যাবতীয় জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকার বেশি। তারিখ ১৩/০৫/০৮
৬। হরিপদ মাইতি	কিশোরীমোহনপুর	ঘরবাড়ি লুঠপাট সহ ভাঙচুর করে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০ টাকা।
৭। সন্তোষ দাস	,,	হাইরোড বাজারে চা দোকান সম্পূর্ণ রূপে ভাঙচুর করে এবং লুঠপাট করে। ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা। তারিখ -১৩/০৫/০৮
৮। স্বপন দাস	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	১৯২ বুথের পঞ্চায়েত প্রার্থী ছিলেন। নবনির্মিত একটি পাকা দোকান ঘরের দরজা ও গ্রীল ভেঙে ভিতরের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র লুঠ করে। ক্ষতির পরিমাণ ৫০০০০ টাকা । তারিখ - ১৩/০৫/০৮
৯। কেশব মণ্ডল	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	একমাত্র ঘরের টালি ও বিভিন্ন গৃহস্থালীর জিনিসপত্র লুট করেছে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০ টাকা। তারিখ - ১৩/০৫/০৮
১০। কিশোরী হালদার	,,	ঘর ভাঙচুর ও গৃহস্থালীয় জিনিষপত্র লুঠপাট হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০ টাকা। তারিখ - ১৩/০৫/০৮
১১। মাধব মণ্ডল	,,	ঘর ভাঙচুর ও গৃহস্থলির জিনিষপত্র লুঠপাট হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০ টাকা। তারিখ - ১৩/০৫/০৮
১২। পরেশ মণ্ডল	,,	বাড়ি ভাঙচুর, উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন দু'টি মেসিন ভ্যান ভাঙচুর করে নষ্ট করে দিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ৮০০০০ টাকা। তারিখ - ১৩/০৫/০৮
১৩। মধু গায়েন	বিনোদপুর	ঘর ভাঙচুর
১৪। বাসুদেব গায়েন	বিনোদপুর	ঘর ভাঙচুর
১৫। মহাদেব গায়েন	,,	,,
১৬। প্রবোধ হালদার	বিনোদপুর	ঘর ভাঙচুর

১৩ মে, ০৮ তারিখে যাঁরা মার খেয়ে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা

১। মদন মোহন মাইতি	কিশোরীমোহনপুর	সমস্ত শরীর জখম, বাম হাত ভাঙা, ডান হাতের কব্জি ছেড়ে গিয়েছে, কোমরে আঘাত। ভর্তি এম আর বাঙ্গুর হাসপালে।
২। রবীন্দ্রনাথ দাস	কিশোরীমোহনপুর	সমস্ত শরীরে আঘাত, ডান হাত ভাঙা, এখনও চিকিৎসাধীন জে আর এইচ হাসপাতালে।
৩। রবীন পুরকাইত	বিনোদপুর	গুলিবিদ্ধ, এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, এখনও চিকিৎসাধীন।
৪। তপন গিরি	বিনোদপুর	গুলিবিদ্ধ, প্রথমে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এখনও চিকিৎসাধীন।
৫। জগদীশ মাইতি	বি-অম্বিকানগর	গুলিবিদ্ধ, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল।
৬। নেপাল আদক	,,	দু'পায়ে গুলি - প্রথমে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল পরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এখনও চিকিৎসাধীন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বনির্ভরতার নীতি পরিত্যাগের মাশুল দিতে হচ্ছে জনগণকে

একের পাতার পর

গড়ে কর ৫৪ থেকে ৫৭ শতাংশ, আর ডিজেলের ওপর কর গড়ে ৩৬ শতাংশ। রাজ্যগুলির মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের কর কিছু রাজ্যের চেয়ে কম হলেও কিছু রাজ্যের চেয়ে বেশি। যেমন ডিজেলের ওপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিক্রয়কর ১৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে এখন ১২.৫ শতাংশ করা হলেও পাঞ্জাবে তা ৯ শতাংশ। তার ওপর পশ্চিমবঙ্গে প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলে ১ টাকা রাজ্যের সেস বসানো আছে, যা প্রায় কোনও রাজ্যেই নেই।

এই বিরাট করভার যে অন্যায়, তা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখা যায় যে, কিবা কেন্দ্র কিবা রাজ্য— কেউই করের বিষয়টি স্বচ্ছভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরে না। ইকনমিক টাইমস পত্রিকার (৪.৬.০৬) হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৬-০৭ সালে পেট্রোপণ্যের থেকে কেবল অন্তঃশুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করেছে ৫১,৯২২ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি তুলেছে ৫৬,১১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই সরকার মিলে তুলেছে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। প্রতি বছরই এইভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা আদায় হয়ে চলেছে। ভারত সরকারের পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্দরমহলের দল সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি (৫.০৬.০৮) লিখেছে, এইভাবে আদায় করা করের পরিমাণ হল এইরকম —

২০০১-০২	৭৩,৮০০ কোটি টাকা
২০০২-০৩	৯৬,৭৫১ কোটি টাকা
২০০৩-০৪	১,০৪,৩৭৫ কোটি টাকা
২০০৭-০৮	১,৬৪,০০০ কোটি টাকা

এই তথ্যে আরও জানানো হয়েছে, এর মধ্যে কেন্দ্রের আদায় হল ১,০২,০০০ কোটি টাকা, আর রাজ্যগুলির আদায় হল ৬২,০০০ কোটি টাকা।

সামন্তী যুগে বল্গাহীন শোষণের হাতিয়ার ছিল রাজকর। সেই যুগে — পণ্ডিতদের ধারণা খ্রিস্টিয় ১ম বা ২য় শতকে — মনুসংহিতার বিধানে বলা আছে, রাজকরের পরিমাণ ছয় ভাগের এক ভাগ বা ১৬ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। তার ওপরে সে যুগে লাঠির জোরে যা আদায় হত তা 'ধর্মসম্মত' নয়। আজকের আধুনিক সরকারগুলি এখন গণতন্ত্রের নামে জনগণের কাছ থেকে লাঠির জোরে কর আদায় করছে, আবার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উদার হস্তে করছাড় দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুঁজিপতিদের কে কত বেশি করছাড় দিতে পারে, তা নিয়ে রাজ্য সরকারগুলি প্রতিযোগিতা করছে। পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবার সাথে সাথেই কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি কর তুলে দিয়েছে, যার পুরো লাভটা পাবে পেট্রোপণ্যের ব্যবসায়ী একচেটিয়া মালিকরা। বর্তমানে কেবল এস ই জেড করেই কেন্দ্রীয় সরকার যে কর ছাড় দিচ্ছে, স্বয়ং অর্থমন্ত্রীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ীই তার পরিমাণ পাঁচ বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা। সিপিএম সরকার সালিম-টাটা-জিন্দালদের কত ছাড় ও কত ভরতুকি দিচ্ছে, তা স্পষ্ট করে বলছে না। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, সরকার যদি কর সংগ্রহ না করে, তবে জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করবে কী করে? যদিও সরকার যেভাবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢালাও বাণিজ্যিকীকরণের নীতি নিয়েছে, তাতে আদৌ তারা জনকল্যাণমুখী কাজ কিছু করছে কী না সন্দেহ। পেট্রোপণ্যের ওপর বসানো বিপুল কর যে জনকল্যাণমুখী কাজেই ব্যয় হয়, বা হবে, তারই বা কী নিশ্চয়তা আছে? সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ সরকার পেট্রোপণ্যের বড় রকম দাম বাড়িয়েছিল সাত বার। মোট দাম বাড়িয়েছিল বারো বার। সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার এই রেকর্ড প্রায় ভেঙে দেওয়ার মুখে। এরা ইতিমধ্যেই নয় বার দাম বাড়িয়েছে, তার ওপর রান্নার গ্যাসের এককালীন ৫০ টাকা দাম বৃদ্ধি করে এরা রেকর্ড করেছে। গ্যাস এখন নিম্ন মধ্যবিত্তের ব্যবহার্য বস্তু, বিলাসদ্রব্য নয়। পরিবেশ রক্ষার জন্য রান্নার গ্যাসের ব্যবহার আরও বাড়ানো দরকার। অথচ সেই গ্যাসের ওপর ৫০ টাকা বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের ওপর বিরাট চাপ। অন্য কয়েকটি রাজ্য সরকার গ্যাসে কর ছাড় দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্যাসে এক পয়সাও কর ছাড় দেয়নি। ফলে রাজ্যের মানুষকে খাদ্য ও চিকিৎসার খরচ কেটে গ্যাসের বাড়তি দাম জোগাতে হবে।

তেলের অস্বাভাবিক এই মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই বুর্জোয়া রাজনীতির একটা চেনা খেলা আমরা দেখতে পাই। বিজেপি সরকার দাম বৃদ্ধি করলে কংগ্রেস হুংকার ছাড়ে, কংগ্রেস বাড়ালে বিজেপি বিরোধিতার ভান করে। এই খেলা এবারও হচ্ছে। সিপিএমের ভূমিকা চরম প্রতারণামূলক। কংগ্রেস সরকারের সমস্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তারা একদিকে মন্ত্রণাদাতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'এইভাবে তেলের দাম বাড়ানো চলবে না' জাতীয় কথা বলে তারা বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।

২০০৪ সালে তেলের দাম বাড়াবার সময় সরকারের উকিলের ভূমিকা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৪-৮-০৪) বলেছিল, ''সরকারের কিছু করিবার নাই, কারণ পেট্রোলিয়ামের জন্য ভারত আমদানি নির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়িলে তাহাকে বাড়তি দর গণিয়া দিতেই হইবে। নির্মম সত্য ইহাই যে পশ্চিম এশিয়ায় আগুন জ্বলিলে ভারতও তাহাতে পুড়িবে। চিদম্বরম সাফ বলিয়াছেন, তিনি নিরুপায়।'' এবারেও বক্তব্য কমবেশি তাই। সি পি এমের প্রশংসাধন্য বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অর্থনীতির নিয়ম মেনে তেলের দাম বাড়াতেই হবে। মনমোহন সিং বলেছেন, দাম সামান্যই বাড়ানো হয়েছে।

তেলের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কেন

আমাদের দেশ তেলের ক্ষেত্রে ক্রমাগত আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। অথচ, '৭০-এর দশকের শেষের দিকে প্রয়োজনীয় তেলের ৭০ শতাংশ এদেশেই উৎপন্ন হত। আমদানি করতে হত ৩০ শতাংশ। বর্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২৫ শতাংশ, কিছুদিন আগেও এটা ৩০ শতাংশ ছিল। কিছুদিন আগে আমদানি করতে হত ৭০ শতাংশ, বর্তমানে ৭৫ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনীয় তেলের চাহিদার তুলনায় শতাংশের হারে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্রমাগত কমছে ও কমবে এবং আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে ও বাড়বে। কেন এমন হল? এর উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস সরকারগুলোর গৃহীত নীতির মধ্যে।

স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশের তেলশিল্প ছিল বার্মাশেল, ক্যালটেক্স, এসো (ই এস এস ও) প্রভৃতি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। এইসব বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তখন এদেশে নতুন নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ব্যাপারে পুঁজি বিনিয়োগে একেবারেই উৎসাহী ছিল না, কারণ তাতে অতি দ্রুত উচ্চহারে মুনাফা ঘরে আসবে না এবং তৈলখনি অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানও আজকের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। তাই মুনাফা লোটার সহজ রাস্তায় হেঁটে ঐ সব বহুজাতিক তেল কোম্পানি বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে এদেশে বিক্রি করত।

১৯৭০ সালে বিদেশি বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলির ব্যবসা এদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সাথে সাথে ও এন জি সি'র (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) কাজকে সম্প্রসারিত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নতুন নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করা হয় ও সেখান থেকে তেল উত্তোলন শুরু হয়। প্রায় সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর এ দেশ তেলের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে, অশোধিত তেল কিছুটা আমদানি করতে হলেও, দেশের প্রয়োজনীয় ১০০ শতাংশ তেলই শোধন করার ক্ষমতা ভারতবর্ষ অর্জন করে।

কিন্তু '৮৫ সালের পর অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই সময় রাজীব গান্ধীর সরকারের নেতৃত্বে তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়, যা আরও গতিবেগ অর্জন করে সিপিএম-বিজেপি সমর্থিত ভি পি সিং সরকারের আমলে। অবশেষে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। নরসিমা রাও-মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস সরকারের আমলে 'নয়া আর্থিক নীতি' গৃহীত হয়। উন্নয়ন ও আর্থিক পুনরুজ্জীবনের নামে এই কংগ্রেস সরকার লাভজনক সমস্ত শিল্প ও ক্ষেত্রগুলি দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে থাকে। সিপিএম সমর্থিত দু'দফার যুক্তফ্রন্ট সরকারও একই কাজ করেছে। ফলে দেখা যায়, বেসরকারীকরণের নিরবচ্ছিন্ন এই নীতির ফলে ১৯৯৬ সালেই ভারতের ২৩টি তেল উৎপাদনকারী ব্লক দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারতের নিজস্ব তেল অনুসন্ধান ও তেল শোধন করার ব্যবস্থায় শ্লথতা দেখা দেয়। (দ্রঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ২০.০৭.৯৭)। '৯৬ সালে নতুন তৈলক্ষেত্র খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ১১০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়। এইসব পরিকল্পনা ও অন্য কয়েকটি বিষয় যুক্ত হয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ তেল উৎপাদন কমে যেতে থাকে। দেখা যায়, ৯৫-৯৬ সালে যেখানে এদেশে মোট অশোধিত তেল উৎপাদন হয়েছিল ৩৪.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ৯৬-৯৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩১.৫৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৩ সালে এর পরিমাণ ব্যাপক হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার এই ধারা এখনও চলছে। এর প্রধান কারণ তৈলক্ষেত্রকে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে পরিচালনা করা, যারা বেশি ও নিশ্চিত মুনাফার জন্য বিদেশ থেকে তেল কিনে এখানে বিক্রি করে। তাই বলা যায়, অতি সুকৌশলে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে দেশকে আমদানি নির্ভর করে ফেলা হয়েছে এবং তা করেছে

সাতের পাতায় দেখুন

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ মিছিল
উপর থেকে ঃ দিল্লি, নাগপুর, ত্রিবান্দ্রম

সিপিএমের অত্যাচারে মৈপীঠের ঘরছাড়া বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান

চারের পাতার পর

১৩ মে, ০৮ তারিখে যাঁরা মার খেয়ে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা

৭। শক্তি জানা	বি-অম্বিকানগর	ডান হাত ভাঙা, মাথা ফাটা, পায়ে হাতে লোহার পেরেক ফুটিয়ে ঘা করা। জে আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
৮। সুন্দরী মাইতি	কিশোরীমোহনপুর	সমস্ত শরীরে আঘাত, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটানো জে আর এইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
৯। লক্ষ্মী মাইতি	কিশোরীমোহনপুর	উলঙ্গ করে মারধর করে সমস্ত শরীরে আঘাত, কোমর পায়ে চোট। জে আর এইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
১০। জয়ন্ত বিজলী	দ ঃ বৈকুণ্ঠপুর	ডান পায়ে হাঁটুর চাকী ভেঙে দেওয়া, জে আর এইচ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
১১। রাধারাণী গিরি	বিনোদপুর	মাতৃস্তনে বন্দুক দিয়ে খোঁচা মারে এবং বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মুখে মারে, মুখ ফেটে যায়, এখনও মুখ দিয়ে পুঁজ গলছে। জে আর এইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
১২। লক্ষ্মী পুরকাইত	বিনোদপুর	স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই গুলিবিদ্ধ।
১৩। দ্রৌপদী বিজলী	দ ঃ বৈকুণ্ঠপুর	লোহার রড দিয়ে মারার ফলে মাথা ফাটা, সমস্ত শরীর থেঁতলে গেছে। গোটা শরীরে কালো দাগ। জে আর এইচ হাসপাতালে ভর্তি।
১৪। প্রতিমা মণ্ডল	উত্তর বৈকুণ্ঠপুর	লাঠি দিয়ে মারধর করে সারা শরীরে আঘাত, মাথা ফেটে যায়। জে আর এইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এছাড়া গুরুতর জখম আরও প্রায় ২০/২১ জন পুরুষ, নারী, শিশু স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাধীন।

নিবার্চনের পর সি পি এমের অত্যাচারে ঘরছাড়াদের নামের তালিকা

উত্তর বৈকুণ্ঠপুর

১। উত্তম মাঝি	পিতা - কার্ত্তিক
২। তপন হালদার	সহদেব
৩। পঙ্কজ হালদার	ধনঞ্জয়
৪। মাধব হালদার	অরুণ
৫। মহাদেব মণ্ডল	মাধাই
৬। অজয় মণ্ডল	নিমাই
৭। অরুণ পাল	বসন্ত
৮। ঘনশ্যাম পাল	সুরেন
৯। গোপাল হালদার	বাসুদেব
১০। নীতিশ হালদার	বাসুদেব
১১। জয়দেব কয়াল	বিরাট
১২। নিতাই মণ্ডল	সাধন
১৩। হারাধন হালদার	বিনয়
১৪। প্রবীর পাত্র	অজিত
১৫। বাদল হালদার	সাগর
১৬। লক্ষ্মীকান্ত তাঁতী	হরি
১৭। চিত্ত কর	ধীরেন
১৮। গোবর্ধন হালদার	বিনয়
১৯। বাবলু হালদার	রাম
২০। চন্দন হালদার	ফনি
২১। প্রবীর হালদার	ঐ
২২। নিরঞ্জন ময়রা	--
২৩। শঙ্কর ময়রা	নিরঞ্জন
২৪। গোবিন্দ সাউ	বাদল
২৫। প্রবীর বৈদ্য	বিমল
২৬। গোবিন্দ প্রধান	গোপাল

দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর

২৭। নগেন মণ্ডল	অতুল
২৮। গৌরী মণ্ডল	স্বামী নগেন
২৯। মমতা মণ্ডল	পিতা নগেন
৩০। মণ্টু মণ্ডল	অতুল
৩১। শম্ভু মণ্ডল	পঞ্চানন ড়
৩২। রাম সাঁতরা	রতন
৩৩। রবি মাঝি	ভাকু
৩৪। টান্টু মাঝি	ভাকু
৩৫। তপন মাঝি	রবি
৩৬। চিত্তরঞ্জন পণ্ডিত	কুঞ্জবিহারি
৩৭। বাপি পণ্ডিত	চিত্ত
৩৮। তাপস পণ্ডিত	চিত্ত
৩৯। গৌরহরি দাস	ভূপতি
৪০। ঘনশ্যাম দাস	ঐ
৪১। রেনুপদ মণ্ডল	মনিমোহন
৪২। পাঁচু মণ্ডল	মনিমোহন
৪৩। পাঁচু মণ্ডল	কার্ত্তিক
৪৪। ফঙ্কে মণ্ডল	কার্ত্তিক
৪৫। সুকুমার মণ্ডল	লক্ষ্মীকান্ত
৪৬। দিলীপ মণ্ডল	ঐ
৪৭। দুত্কুমার মণ্ডল	ঐ
৪৮। রামকৃষ্ণ মণ্ডল	জ্যোতিষ
৪৯। প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল	ঐ
৫০। বাসুদেব মণ্ডল	পরেশ

৫১।যাদব মণ্ডল	পিতা হাড়চরণ	দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর	এই পরিবারে ৬ জন ঘরছাড়া
৫২। সুপ্রিয়া মণ্ডল	যাদব	,,	
৫৩। নিতাই ঘটক	ভূষণ	,,	এই পরিবারে ৩ জন ঘরছাড়া
৫৪। পরেশ মণ্ডল	জ্যোতিষ	,,	এই পরিবারে ৪ জন ঘরছাড়া
৫৫। কেশব মণ্ডল	হাড়চরণ	,,	এই পরিবারে ৪ জন ঘরছাড়া
৫৬। শম্ভু দাস	বিশ্বনাথ	,,	এই পরিবারে ৩ জন ঘরছাড়া
৫৭। চন্দন দাস	বিমল	,,	
৫৮। পঞ্চানন জানা	দেবেন	,,	
৫৯। শ্যামপদ জানা	দেবেন	,,	
৬০। দিলীপ গিরি	বনমালি	,,	
৬১। প্রদীপ গিরি	বনমালি	,,	
৬২। মহাদেব মণ্ডল	কানাই	,,	এই পরিবারে ৩ জন ঘরছাড়া
৬৩। পঞ্চানন জানা	ধরণী	,,	
৬৪। সুবোধ জানা	রজনী	,,	
৬৫। বাবলু মণ্ডল	ঐ	,,	
৬৬। নিতাই মণ্ডল	ভূপতি	,,	
৬৭। মহারাণী মণ্ডল	নিতাই	,,	
৬৮। স্বপন বর	দেবু	,,	
৬৯। ভোলানাথ বর	দেবু	,,	
৭০। শচীন কয়াল	হরেন্দ্র	,,	
৭১। চন্দন মাঝি	গুরুপদ	,,	
৭২। স্বপন দাস	সুধীর	,,	পঞ্চায়েত প্রার্থী
৭৩। সঞ্জিব মাইতি	লক্ষ্মীকান্ত	,,	এই পরিবারে ৪ জন ঘরছাড়া
৭৪। গণেশ মণ্ডল	জীবন	,,	এই পরিবারে ৫ জন ঘরছাড়া
৭৫। শিশুপাল মণ্ডল	ভরত	কিশোরীমোহনপুর	
৭৬। হারাধন গিরি	বংশী	,,	
৭৮। সুব্রত প্রধান	কৃত্তিবাস	,,	
৭৯। শংকর সামন্ত	অজিত	,,	পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী
৮০। বরুণ মাইতি	নলিন	,,	
৮১। সুধাংশু দাস	শ্রীহরি	,,	এই পরিবারে ৩ জন ঘরছাড়া
৮২। ভৃগুরাম মণ্ডল	মান্য	,,	গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী
৮৩। সন্তোষ পাত্র (প্রতিবন্ধী, অন্ধ)	বরেণ	,,	এই পরিবারে ৪ জন ঘর ছাড়া
৮৪। রসময় দাস	রজনী	,,	
৮৫। পরেশ দাস	সুধাংশু	,,	
৮৬। রবীন্দ্র দাস	পিতা -শ্রীকান্ত	,,	
৮৭। শ্রীমন্ত দাস	সুধাংশু	,,	
৮৮। নীলিমা মণ্ডল	বলরাম	নগেনাবাদ	পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী
৮৯। বলরাম মণ্ডল	বরদা	,,	
৯০। বিদ্যাধর হালদার	অমূল্য	,,	
৯১। সঞ্জয় হালদার	বিদ্যাধর	,,	
৯২। মৃত্যুঞ্জয় হালদার	বিদ্যাধর	,,	
৯৩। স্বপন হালদার	বলাই	,,	
৯৪। বরুণ মণ্ডল	বসন্ত	,,	
৯৫। পালান হালদার	অময়	,,	
৯৬। দণ্ডধর মণ্ডল	পঞ্চানন	,,	
৯৭। হোচেন মোল্লা	আরজেদ	,,	
৯৮। লক্ষ্মীকান্ত দাস	ঈশান	বিনোদপুর	এই পরিবারে ৫ জন ঘরছাড়া
৯৯। সুকুমার গিরি	গুণধর	,,	এই পরিবারে ৫ জন ঘর ছাড়া
১০০। রবি পুরকাইত	--	,,	
১০১। তপন গিরি	,,		
১০২। জগদীশ মাইতি	উপেন্দ্র	বি অম্বিকানগর	
১০৩। নেপাল আদক	--	,,	
১০৪। শক্তি জানা	সূর্য	,,	
১০৫। জয়ন্ত বিজলী	অমল	দ ঃ বৈকুণ্ঠপুর	
১০৬। রাধারাণী বিজলী	তপন	বিনোদপুর	
১০৭। লক্ষ্মী পুরকাইত	যাদব	দঃ বৈকুণ্ঠপুর	
১০৮। দ্রৌপদি বিজলী	জয়ন্ত	ঐ	

১০ জুন থেকে ১৬ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাব্যাপী 'মৈপীঠে সন্ত্রাসবিরোধী সপ্তাহ' পালনের মধ্য দিয়ে ঘরছাড়া অত্যাচারিত মানুষদের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপনের আহ্বান জানিয়েছে মৈপীঠ নাগরিক কমিটি। তাঁরা কলকাতায় এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলে ১৯-২০ জুন অবস্থান করবেন এবং রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেবেন। এই কর্মসূচিতে এস ইউ সি আই - তৃণমূল জোটের নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিমবাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সংহতি জানাতে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে কমিটি আবেদন জানিয়েছে, মৈপীঠের ঘরছাড়া মানুষের এই আন্দোলনে জনমত গঠনে সহায়তা করুন এবং তাদের সাহায্যার্থে ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

ভারতীয় খনির তেলের উপর সাধারণ ভারতবাসীর অধিকার নেই

পাঁচের পাতার পর

নানাবর্ণের শাসক রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত সরকারগুলোই। এই হল তেলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ার ইতিহাস।

আমদানি নির্ভরতাই কি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ?

আমদানি নির্ভরতার জন্যই তেলের দাম সবটা বাড়ছে না? দেশে উৎপাদিত তেলের উৎপাদন খরচ যখন আমদানি করা তেলের দামের অর্ধেক বা কখনও কখনও অর্ধেকেরও কম, তখন আমদানি নির্ভরতা কমলে তো দেশে তেলের দাম কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় পুঁজিবাদ যদি অতীতে পড়ে থাকত তাহলে হয়ত তাই হত, কিন্তু ভারতীয় একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলি বর্তমানে বহুজাতিক পুঁজির চরিত্র নেওয়ায় এখন দেশে উৎপাদিত বলে সেই তেলের দাম কম হবে না। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, ও এন জি সি, এসার, রিলায়েন্স প্রমুখ বহুজাতিক তেল কোম্পানির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যে সর্বনাশা নীতি নিয়েছে, তার নাম হল 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি'। এই নীতি অনুযায়ী 'দেশি' কোম্পানি দেশের খনি থেকে যে তেল তুলবে, তা বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের সমান দামে বেচতে পারবে। দেশের তেল বলে দেশের মানুষ তা সস্তায় পাবে, তা হবে না। এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে , কেবল বিদেশি পুঁজিই নয়, ভারতীয় মাল্টিন্যাশনাল তেল কোম্পানিগুলির চাপে। 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' চালু করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, দেশের তৈলসম্পদ ও কম উৎপাদন খরচের সুযোগ নিয়ে দেশীয় কোম্পানিগুলি কম খরচে তেল তৈরি করে, আমদানি করা তেলের দামে বেচে যাতে প্রভূত মুনাফা করতে পারে, যেটা তারা করছেও। রিলায়েন্সের জামনগরের তৈলশোধনাগারের মুনাফা করার ক্ষমতা বর্তমানে দুনিয়ায় সবথেকে বেশি। ফলে এখন আর দেশি তেল ও বিদেশি তেলের মধ্যে দামের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য নেই। ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি এখন আর দেশের সীমায় আবদ্ধ নেই। তারা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বিদেশে কাঁচামালের উৎস দখল করতে নেমেছে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশে, মধ্য এশিয়ায়, এমনকী রাশিয়ার অন্তর্গত সাখালিন দ্বীপে তৈল খনি কিনছে।

সাধারণ মানুষ নিজেদের দেশপ্রেমিক মন নিয়ে ঘটনা বিচার করে অনেক সময় মনে করেন, ভারতীয় কোম্পানি হিসাবে ইন্ডিয়ান অয়েল বা রিলায়েন্সের যদি শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তবে তো আমাদেরই লাভ। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চোখে 'দেশপ্রেম', 'জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদির মানে হল, জাতি এবং জাতীয় সম্পদ অবাধে লুঠ করে সীমাহীন মুনাফা লোটার সার্বভৌম অধিকার। এই কথাটা পুঁজিবাদের জনবিরোধী চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্কসবাদ বারবার দেখিয়েছে। আজ আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেশের তৈলখনি থেকে উৎপাদিত তেলের মালিক দেশের সাধারণ মানুষ নয়, দেশের তেল বলে সে তেল জনস্বার্থে ন্যায্য দামে পাওয়ার অধিকার জনগণের নেই। সেই তেল বেচে রিলায়েন্সের মতো দেশীয় একচেটে পুঁজি বিপুল মুনাফা করছে। যদি কোনদিন আমাদের প্রয়োজনীয় তেলের ৯৫ শতাংশও এদেশে উৎপন্ন হয়, আমদানি নির্ভরতা একেবারেই না থাকে, তা হলেও দেশীয় তেলের উৎপাদন খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের বর্ধিত দামেই তা বিক্রি করে বিপুল মুনাফা করবে।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ মিছিল
উপর থেকে ঃ গুজরাট, কর্ণাটক, হরিয়ানা এবং চেন্নাই

তেল তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

আমাদের দেশে তেল তহবিলের জন্ম ১৯৭৫ সালে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, সমগ্র দেশে একটা নির্দিষ্ট দামে তেল ও তেলজাত দ্রব্য সরবরাহ করা (স্থানীয় লেভি ও সারচার্জ, যা রাজ্য সরকার ধার্য করে থাকে, সেগুলি বাদ দিয়ে)। দুই, পেট্রোল ও গ্যাসোলিন লাভজনক দামে বিক্রি করে সেই টাকায় ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসে খানিকটা ভর্তুকি দেওয়া। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই তহবিল সবসময়ই উদ্বৃত্ত ছিল। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮৯০০ কোটি টাকা (যা সুদে-আসলে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি)। সিপিএম সমর্থিত ভি পি সিং সরকার নানা অজুহাতে হিসাবের কারচুপি করে বাজেট ঘাটতি মেটানোর কাজে একে ব্যবহার করেছে। তেল তহবিলের টাকা আত্মসাতের এই ছিল শুরু।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৫ সাল থেকেই তেল শিল্পের বিকাশের নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উৎপাদিত তেলের উপর বিশেষ ধরনের একটা সেস বসাতে শুরু করে (২০০২ সালের মার্চ মাস থেকে এই সেসের পরিমাণ টন প্রতি ১৮০০ টাকা)। গণশক্তির (৬.০৬.০৮) দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, গত ৩৩ বছরে তেল তহবিলে সরকার আদায় করেছে ৭২ হাজার কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে সুদে-আসলে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু এ পর্যন্ত এ থেকে তেলশিল্পের উন্নয়নে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৯০২ কোটি টাকা। এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ৮৭-৮৮ এবং ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত তেলশিল্পের উন্নয়নে এই খাত থেকে একটা টাকাও খরচ করা হয়নি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করে প্রায় ৯৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং এই কাজ কংগ্রেস, সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট এবং বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার, সিপিএম নির্ভর ইউ পি এ সরকার — সবাই করেছে।

বিশ্বায়নের নীতি অনুসারে রচিত নয়া আর্থিক নীতি চালু করার সময় উদারীকরণের প্রবক্তারা বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্র নিয়ে নেই, এখন 'ভুবনগ্রামের' যুগ। মার্কস যে পুঁজিবাদ দেখে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, পুঁজিবাদ এখন চরিত্র বদল করায় মার্কসবাদ বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের যুগে যে জাতীয় স্বনির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া হত, এখন তার আর দরকার নেই। দেশে কোন পণ্য কম পড়লে বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানি করলেই চলবে।' এইভাবে সস্তায় আমদানি করার সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্রে বহু বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের মাথা ঘুরে যায়। তারাও সরকারের সুরে কথা বলতে শুরু করেন। তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন কেমন সেই 'ভুবনগ্রাম'? মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি বিশ্ববাজারে যে তেল বেচে অকল্পনীয় মুনাফা করে তার প্রায় অর্ধেকের বেশি তারা অশোধিত আকারে আমদানি করে, তারপর বেচে। নিজেদের দেশে বিরাট বিরাট তৈলখনি থেকে তারা এক ফোঁটাও তেল তোলে না। 'ভুবনগ্রামে'র প্রতি দরদ সেখানে কাজ করে না। সেটা তারা যুদ্ধকালীন জরুরি প্রয়োজনে মজুত ভাণ্ডার (স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ) হিসাবে ধরে রেখেছে। বিশ্বায়ন বিরোধীদের আর একদল মনে করতে থাকেন, তাহলে বোধহয় স্বনির্ভরতার নীতিই ছিল জনগণের স্বার্থে। তাঁরা নেহরুর অর্থনীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। বাস্তবে দুটোই ছিল ভারতীয় পুঁজিবাদের দু'টি সময়ের দাবি অনুযায়ী তৈরি। তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী স্বনির্ভরতা'র নীতি জন্ম দিয়েছে ভারতীয় বহুজাতিক ও এন জি সি, রিলায়েন্সের মতো সংস্থার। আবার তাদের পুঁজির জোর বাড়ার পর তাদের চাপেই ভারত সরকার পরিত্যাগ করেছে স্বনির্ভরতার নীতি। সাথে সাথে মালিকদের জন্য করছাড়, আর জনগণের ন্যুব্জ পিঠের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর জনবিরোধী নীতিটি অটুট আছে। তাই তেলের ওপর লাগামছাড়া হারে কর আদায় করা হচ্ছে।

এইভাবে জবরদস্তি আদায় করা করের টাকা কোথায় কোন খাতে সরকার খরচ করে, তার সবটাই ধোঁয়াশা। কথাটা কেবল সরকার বিরোধীরা বলছেন না, বলছেন সরকারের অন্যতম আস্থাভাজন কৃতী আমলা ও এন জি সির প্রাক্তন অধিকর্তা সুবীর রাহা। (দ্রঃ আনন্দবাজার ৫.০৬.০৮)

যাই হোক, কর সরকারের চাই — এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোথা থেকে কত পরিমাণ কর তোলা হবে। ভারতবর্ষে খাতা-কলমে কর্পোরেট কর ৩৩ শতাংশ হলেও বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নানা ছাড়ের সুযোগ পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের দিতে হয় ১৯ শতাংশের মতো। তার উপর ভারতবর্ষে কৃষি পুঁজিপতিদের ওপর কোন আয়কর নেই। এমনকী যারা বিদেশে কৃষিপণ্য চালান দেয়, তেমন বৃহৎ কৃষি পুঁজিপতিদের আয়ের ওপরও এক পয়সা আয়কর নেই। এখান থেকেও বিপুল কর সংগ্রহের সুযোগ আছে। সরকারের মাথাভারী প্রশাসন ও মন্ত্রী আমলাদের বিলাস-ব্যসন কমাবার বিরাট সুযোগ আছে। জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিকল্প বহু পথই আছে। কেউ কেউ বলেন, সরকার যে বিপুল অঙ্কের ভরতুকি দেয়, তার টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? সরকার কত টাকা ভরতুকি দেয়? তেল খাতে সরকার কোনও ভরতুকি দেয় না। বরং তেল থেকে সরকার পায় বিশাল অঙ্কের কর। ২০০৮-০৯ সালের বাজেটে বলা হয়েছে, সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে ৭১ হাজার ৪৩৩ কোটি টাকা। শুধু পেট্রোপণ্যের উপর চাপানো এক্সাইজ ও কাস্টমস থেকেই সরকার এর চেয়ে বেশি টাকা আদায় করে। অথচ সরকার এই টাকাটা অন্য সূত্র থেকেও সংগ্রহ করতে পারত।

সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের বিক্রয় করে কিছু ছাড় দিয়ে অতি সামান্য হলেও পেট্রোপণ্যের দাম কিছুটা কম বাড়াবার ব্যবস্থা করে তাকে 'জনমুখী পদক্ষেপ' বলে দেখাচ্ছে। তারা বলছে, ডিজেলে ১.৩৮ টাকা দাম তারা কমিয়েছে। আসলে তারা বর্ধিত দাম ধরে সম্ভাব্য আয় থেকেই ছাড় দিয়েছে। প্রকৃত ছাড় দিয়েছে সামান্যই। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে একে কটাক্ষ করে 'রাজনীতিসঞ্জাত' বলা হয়েছে। এর পিছনে রাজনীতি একটা আছে বটে, তবে তা জনগণের রাজনীতি নয়। জনস্বার্থে এটা তারা করেনি। তাই সি পি এমের দেখানো কর কমানোর রাস্তায় কংগ্রেস বা বিজেপির মতো দলেরও হাঁটতে অসুবিধা হয়নি। কংগ্রেস বা বিজেপি পরিচালিত রাজ্যসরকারগুলিও কর কমিয়েছে। বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারই রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করেছে পেট্রোপণ্যের ওপর রাজ্যের কর কমাতে। আমরা গত সংখ্যায় দেখিয়েছিলাম, বর্তমানে যে উচ্চহারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, তাতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও তেলের দাম বাড়িয়ে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢালতে ইতস্ততঃ করছে। কারণ তেলের দাম বাড়ালে তার প্রভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মন্দা আরও বাড়বে। বিশেষত গাড়ি নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করেছে যে একচেটিয়া মালিকরা, তারা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে ভালো চোখে দেখবে না। কিন্তু পুঁজিবাদের বহুমুখী সংকটে পড়ে, ভবিষ্যতে গভীরতর সংকটে পড়তে হবে জেনেও বহু ক্ষেত্রে আশু সংকট সামাল দিতে পুঁজিবাদী সরকারকে দাম বাড়াতে হয়। পুঁজিবাদী সরকারগুলি পুঁজিবাদের স্বার্থে সবসময়ে দাম কেবল বাড়াবে তা নয়, ক্বচিৎ ক্বদাচিৎ, পুঁজিবাদের স্বার্থেই তাকে দাম কমাতেও হয়। পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে

আটের পাতায় দেখুন

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

উচ্ছ্বাসে আবেগে নন্দীগ্রামে বিশাল বিজয় সমাবেশ

গত ৩১ মে নন্দীগ্রামে বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই জোটের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে সিপিএম ফ্রন্ট। দীর্ঘ দেড় বছর ধরে নন্দীগ্রামের মানুষ জমি বাস্তুভিটা রক্ষার আন্দোলনে অত্যাচার, গণহত্যা, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে, কিন্তু মাথা নত করেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোমা বন্দুকের জোরে নন্দীগ্রামে সমস্ত বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোটের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়ে সিপিএম প্রমাণ করতে চেয়েছিল নন্দীগ্রামের মানুষ আজও সিপিএমের পক্ষে রয়েছে, কিন্তু সে চক্রান্ত রুখে দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমকে বিধ্বস্ত করে নন্দীগ্রামের মানুষ প্রমাণ করল—গণ আন্দোলনের শক্তি কী বিরাট — যা কেবল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামেই নয়, সারা রাজ্যেই জনগণকে গভীর আস্থা দিয়ে নির্বাচনে সিপিএম-কে পর্যুদস্ত করার মনোবল দিল।

নন্দীগ্রামের এই বিজয় সমাবেশ উৎসর্গ করা হয় নন্দীগ্রামের শহীদদের উদ্দেশে। মূল মঞ্চের একদিকে আলাদা একটি মঞ্চ ছিল নন্দীগ্রামের শহীদ পরিবারের লোকজনদের জন্য। অপর একটি মঞ্চে ছিলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ ও নন্দীগ্রামের বিজয়ী প্রার্থীরা। শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাঁর আগে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। তিনি নন্দীগ্রামের বীর সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—নন্দীগ্রামের জনগণ শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতে তথা সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী নয়া শোষণের জাঁতাকল এস ই জেডের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নন্দীগ্রামের মানুষ গণহত্যা ও গণধর্ষণকারী সিপিএমকে পরাস্ত করেছে, টাটা-বিড়লা-সালেমের দালালকে পর্যুদস্ত করেছে। যে সিপিএম বামপন্থা এবং কমিউনিস্ট আদর্শ ও মূল্যবোধকে কলঙ্কিত করেছে, লাল ঝান্ডার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে কলুষিত করেছে, সেই সিপিএমের ৩০ বছরের অপশাসনকে রুখে দিয়েছে নন্দীগ্রামের মানুষ। এবার যদি এস ইউ সি আই এবং টি এম সি জোট সারা রাজ্যে ঠিক মতো কার্যকরী হত এবং নির্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হত, সিপিএমের রাজনৈতিক কোমর ভেঙে দেওয়া যেত। মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকে সিপিএম যে ঘৃণ্য ভাষায় আক্রমণ করেছে, তিনি তারও তীব্র সমালোচনা করেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি জয়লাভ করছে। এর ফলে অপর এক প্রতিক্রিয়াশীল দল কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এই দুষ্ট শক্তিগুলিকে পরাভূত করতে সংগ্রামী ঐক্য আরও জোরালো করতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন, নন্দীগ্রামের মানুষ কারখানা চায়, সে কারখানা জেলিংহামে করতে হবে; নন্দীগ্রামকে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে— এই দাবিতে আন্দোলন সহ নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও গণধর্ষণকারীদের কঠোর শাস্তি, অত্যাচারিত নির্যাতিতাদের ক্ষতিপূরণ ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। রাজ্যবাসী তৃণমূল ও এস ইউ সি আই জোটকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে। দিকে দিকে এই জোটকে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ পঞ্চায়েত ও প্রশাসন উপহার দিতে হবে। তবেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, জনগণ আমাদের পাশে থাকবে।

নন্দীগ্রামের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

সভার প্রধান বক্তা মমতা ব্যানার্জী বলেন — এলাকায় শান্তি ফেরাতে মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য প্রথমত জমি অধিগ্রহণের ঐ বিজ্ঞপ্তি সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে; ঘরছাড়াদের ঘরে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে; এলাকা থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে; যারা খুন করেছে, মা বোনদের উপর অত্যাচার-ধর্ষণ করেছে, যারা বাড়ি ভাঙা ও পুড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছে তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; বুলেটের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে নন্দীগ্রামের মানুষ। নন্দীগ্রামের শহীদ পরিবারগুলি থেকে পরিবার পিছু একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০-৩৫ হাজার মানুষের এই বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কাঁথির বিধায়ক ও নন্দীগ্রাম গণপ্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম উপদেষ্টা শুভেন্দু অধিকারী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বি ইউ পি সি নেতা নন্দ পাত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি, বিধায়ক শিশির অধিকারী সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন সেখ সুফিয়ান, আবু তাহের, পীযূষ ভূঞ্যা, সিপিআই (এম এল)-এর পূর্ণেন্দু বসু সহ আরও অনেকে।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

সাতের পাতার পর

আমাদের দেশের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির দ্বিধার একটা বড় কারণ হল, সরকার নিজেই পেট্রোপণ্যের সর্ববৃহৎ ক্রেতা। এদেশে একজন মন্ত্রী গেলে তাঁর কনভয়ে বিশ ত্রিশটা গাড়ি চলে। হয় কথায়, নয় কথায় তাঁরা সরকারি খরচে বিমানে যাতায়াত করেন। আমলাদের অনেকের যাতায়াত শুধু নয়, পারিবারিক বাজার দোকানও হয় সরকারি গাড়িতে। সামরিক বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ তেল সরকার নিজেই কেনে। কাজেই পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে সরকারের আয় যেমন বাড়ে, তেমন পেট্রোল ডিজেলের বর্ধিত দাম বাবদ সরকারের খরচও বাড়ে, বাজেটে টান পড়ে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সময় সরকারকে এইসব দিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজেই সি পি এম সরকার পেট্রোলের ওপর রাজ্যের কর ২৫ থেকে ২০ শতাংশ, বা ডিজেলের ওপর কর ১৭ থেকে ১২.৫ শতাংশ করে বিরাট জনমুখী কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এমন নয়। মনে রাখতে হবে, সিঙ্গুরে তৈরি টাটার বহুঘোষিত ন্যানো গাড়ির বাজার যাতে মার না খায়, সেটা দেখা এখন সি পি এমের স্বআরোপিত কর্তব্য।

বলা হয়, তেলের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে, তাই বিকল্প খোঁজা দরকার। অথচ মুনাফার স্বার্থে সরকার ক্রমাগত ভোগবাদ প্রসারে উৎসাহ দিচ্ছে। বিলাসবহুল গাড়ি চলছে, পেট্রোলে নয়, ডিজেলে। বেসরকারি বিমান যোগাযোগ বাড়ানো হচ্ছে। তেলের যত দাম বাড়ছে, আনুপাতিক হারে কর বাবদ সরকারের আয় তত বাড়ছে। তাই সর্বাগ্রে দরকার তেল থেকে সরকারি লুঠ বন্ধ করা।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সর্বশেষে বলা হয়েছে, 'করের হার বা মুনাফার হার, প্রতিটি প্রশ্নেই যথার্থ নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন।' বলাবাহুল্য, এই কথা বলার দ্বারা তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই সব প্রশ্নে যথার্থ নীতি নেই। বাস্তবে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবার আগে সরকার ঠিকমতো একটা হিসাবও পেশ করেনি। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের কত দাম, তা থেকে কী কী তৈরি হয়, সেগুলি কী দামে বিক্রি হয়, সরকার কত কর আদায় করে, সেই কর কীভাবে খরচ হয় — এর কোনও হদিশ সরকার দেয় না। এর পরেও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে কী করে অর্থনীতিসম্মত বলা যায়, তা মূল্যবৃদ্ধির অন্ধ সমর্থকরাই বলতে পারেন।

১৩টি পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে
তৃণমূল কংগ্রেস - এস ইউ সি আই
জোট প্রার্থীদের জয়ী করুন

সিপিএমের দ্বিচারিতার নয়া নজির

একের পাতার পর

বিরোধের নাটক দেখিয়ে লাগাতার বাসের ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছে। এ রাজ্যে বাসের ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে যাত্রীসাধারণকে কীভাবে লুট করা হয়, তার নকশা ২০০২ সালে এই পরিবহনমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। সেবারে ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে মন্ত্রী বলেছিলেন, বেশি করে ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হল যাতে বারবার বাড়াতে না হয়। আরও বলেছিলেন যে, বাড়তি ১৫ শতাংশের মধ্যে ৬ শতাংশ বাড়ানো হল তেলের দামবৃদ্ধির জন্য, আর বাকি ৯ শতাংশ বাড়ানো হল যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। অর্থাৎ যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি আদায় করা টাকার ৯ শতাংশ বাসমালিকরা যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করবেন। গত ছ'বছরে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরকার ও বেসরকারি বাস মালিকরা ঐ বাড়তি ৯ শতাংশ ভাড়া মুনাফা হিসাবে পকেটস্থ করেছে। এর পরেও কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, সিপিএম সরকার কাদের সরকার?

মন্ত্রী বলেছেন, ৫০ পয়সা খুবই কম, এতে মানুষের ওপর চাপ পড়বে না। সাধারণ মানুষের কতটুকু খবর তিনি রাখেন? সর্বোপরি, যে পরিবারের একাধিক জনকে রোজ বাসে উঠতে হয়, বা কয়েকবার বাস পাল্টাতে হয়, তাদের দৈনিক ব্যয়বৃদ্ধি কত হবে, তার হিসেব তিনি করেছেন কি? তাছাড়া, অন্যায্যভাবে নেওয়া হলে যাত্রীরা এমনকী ২৫ পয়সাও বাড়তি দেবে কেন? এ রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থা যাত্রীদের স্বার্থ কতটুকু দেখে? মুনাফার স্বার্থ ছাড়া যাত্রীসেবার ছিটেফোঁটাও তাদের মধ্যে নেই। বেসরকারি মালিকরা এমনকী বাস-কর্মচারীদের স্বার্থও দেখে না। পুরনো কমিশন প্রথায় ফেলে রেখে তাদের রক্ত নিংড়ে মুনাফা বাড়ায়।

আর সরকারি পরিবহন? শহরে তো সাধারণ সরকারি বাস আছে বলেই নিত্যযাত্রীরা টের পান না। তবে বিপুল হারে মুনাফা করতে উচ্চ ভাড়ার বেশ কিছু বাস সরকার চালু করে রেখেছে, যাতে খুব ঠেকায় না পড়লে সাধারণ যাত্রীরা ওঠেন না। এর দ্বারাই বোঝা যায়,এ সরকার কাদের সরকার। তাছাড়া, কন্ট্রাক্ট সার্ভিস চালু করে এবং আরও নিত্যনতুন ফন্দিফিকিরে জনগণের পকেট কাটার পাকা ব্যবস্থা এ সরকার করেই যাচ্ছে।

মন্ত্রী বলেছেন, ভাড়া বাড়ানো হলে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার একটা ঐতিহ্য এ রাজ্যে আছে। এক সময় তাঁর দলও এটা করত, এখন করে না। সিপিএম এখন আন্দোলন করবে কেন? যতদিন মন্ত্রীত্বে ছিল না, ততদিন মন্ত্রীত্বে যাওয়ার জন্য তারা আন্দোলন করত। মন্ত্রীত্বে যাওয়ার পর তো আন্দোলনের প্রয়োজন তাদের ফুরিয়ে গিয়েছে। বরং তারা এখন ভাড়া বাড়ায় শুধু নয়, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে তাকে কংগ্রেস, বিজেপি-র মতোই পুলিশ দিয়ে পেটায়, পুলিশ মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি করলেও মন্ত্রী ও নেতারা টুঁ শব্দটি করেন না। মন্ত্রী বলেছেন, এখন আন্দোলন এস ইউ সি আই ছাড়া অন্য কোনও দলই করে না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন, এবার নিশ্চয়ই এস ইউ সি আই আন্দোলন করবে না। কিন্তু এস ইউ সি আই মন্ত্রীত্বের রাজনীতি করে না। সরকারি যে কোনও নীতি বা পদক্ষেপকে এস ইউ সি আই যতদিন অন্যায়, অযৌক্তিক ও জনস্বার্থবিরোধী মনে করবে, ততদিনই জনগণকে সাথে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in